আঁধারে
ঢাকা
ভোর

আঁধারে ঢাকা ভোর

লেখক : আদিব সালেহ

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
আহমাদ
জিয়াউল হাসান নিয়াজ

ইজরা পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন নম্বর :

01825135835

01798659146

প্রচ্ছদ : মাসউদ হুসাইন

পরিবেশক
তারুণ্য প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

স্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ২২০ [দুইশত বিশ] টাকা মাত্র

লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, মুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপর্যুক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

অর্পণ

আমার প্রেরণার উৎস প্রিয় বাবা-মাকে
আর সব থেকে ভালো বন্ধু প্রিয় বোন ও আদরের ছোটো ভাইকে
সাথে অনেক দুআ রইল তাদের জন্য, যারা সহযোগিতা করেছেন লেখাগুলো
মলাটবদ্ধ হতে
কিছু প্রিয় রয়েছেন এমন, যাদের অবদান বলে শেষ হবার নয়
—আদিব সালেহ

লেখকের কথা

সমাজে পচন ধরেছে। পচনটা আগায় ধরলে হয়তো ততটা ক্ষতি হতো না, যতটা ক্ষতি হয়েছে মূলে ধরায়।

যুগে যুগে ইসলামকে কলুষিত করতে আগমন ঘটেছে অনেক মানুষরূপী নরপশুর। এদের চালাকি ধরা কেবল মুশকিলই নয়, বরং না-মুমকিন। কারণ, এরা ইসলামের ক্ষতি করছে ইসলামের ছায়ায় থেকে, ইসলামকে সামনে রেখে, সুন্নতি লেবাসে।

এদের দেখে চেনা বড্ড কঠিন! অথচ এরা ইসলামের ক্ষতি করে যাচ্ছে মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী পরিচয়ে। সবকিছু ঘটছে ইসলাম নামের স্লোগানে। এদের চক্রান্ত বোঝা ভীষণ দায়!

এদের সুরত খুব ভয়ানক। কখনও সাজবে বন্ধু, কখনো-বা প্রিয়জন। সম্পর্কের শুরুটা হয় এভাবে, আমি কি আপনার বন্ধু হতে পারি? কখনও কখনও এদের মুখে থাকে ইসলামের সুমিষ্ট বুলি। তবে এদের দিল পূর্ণ থাকে নেফাকাকে। এরা আলোর সন্ধান দিতে এসে নিয়ে যায় আঁধারে। সুখ দেবার নাম করে জীবন ভাসিয়ে দেয় ধ্বংসের সাগরে।

সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলেই যেন ঘটে কার্যসিদ্ধি। তাই পরকীয়া নামক জঘন্য কাজে লিপ্ত করে সমাজে সৃষ্টি করেছে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।

সমকালীন ঈমান এবং জীবন ধ্বংসকারী কিছু ভয়ঙ্কর ফেতনা নিয়ে এই ক্ষুদ্র আয়োজন, যা শুধু আমাদের ব্যক্তিজীবনকে ধ্বংস করছে না, কলুষিত করছে আমাদের সামাজিক জীবনকেও।

চোখ মেলে তাকালেই যেন এমন সব ভয়ঙ্কর জিনিসগুলো আমাদের সামনে ভেসে বেড়ায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন রূপে। হারাম রিলেশন, ছেলে-মেয়ে বন্ধুত্ব, ডিভোর্স, পরকীয়া এসব যেন মিশে আছে আমাদের

সামাজিক জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে। কেমন যেন এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নাই। ধীরে ধীরে আরও বেশি করে এসব ভয়ঙ্কর থাবায় আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের প্রজন্ম!

কেমন ছিল আমাদের প্রিয় রাসুল সা. এবং তাঁর অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের জীবন! আমাদের বর্তমান জীবন আর তাঁদের সমাজ জীবনের ঘটনাবলির আলোকে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে কথাগুলো বোঝার, মানার তাওফিক দান করুক। আর বেঁচে থাকার শক্তি দিক এমন সব অসার কাজ থেকে। তাওফিক দিক আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় করে পরকীয়া মুক্ত একটি হালাল জীবন উপভোগের। পবিত্র মন আর পবিত্র জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই তো একজন মুমিনের প্রকৃত সফলতা।

রাসুল সা. আর সাহাবায়ে কেরামের জীবন আলোকে জীবন সাজাতে না পারলে আমাদের জন্য মুক্তির কোনো উপায় নাই।

আপনি যদি আপনার নফসকে বশীভূত করতে না পারেন, তবে আপনি হয়ে পড়বেন আপনার অবাধ্য নফসের গোলাম। শয়তান প্রথমে আপনাকে ফেতনায় ফেলবে। তারপর আপনার জীবনে এনে দেবে হাতাশা। যার শেষ পরিণতি আত্মহত্যা।

ডিপ্রেশনে ভোগে আত্মহত্যায় জীবন শেষ করে দেওয়া সার্থকতা নয়; বরং হতাশা দূর করে জীবন নতুন করে সাজানোর মাঝেই শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ, প্রতিটি সফল মানুষের জীবনে লুকিয়ে থাকে হাজারো হতাশা আর ব্যর্থতার গল্প।

আপনি ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে মরে যেতে চাইছেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেন, অবশ্যই ঈমানদাররা সফল। তাহলে আপনি কেন সামান্য একটু ব্যথা পাওয়ায় আত্মহত্যা করবেন?

তাহলে আপনি কেন সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছেন না? তার অর্থ হলো, আপনি রবের দুয়ারে পাবার মতো চাইতে পারছেন না। একজন ভিখারি আপনার থেকে চেয়ে পেয়ে যায়, অথচ আপনি মহান মালিকের কাছে চেয়ে পাচ্ছেন না, এর থেকে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে?

একা হয়ে পড়েছেন? একাকিত্বকে উপভোগ করুন! একাকিত্ব আপনাকে জীবনযুদ্ধে একাকী লড়বার শক্তি জোগাবে। নিজেকে নিবেদন করুন আল্লাহর কুদরতি কদমে। দেখবেন, আপনার জীবন হয়ে উঠবে ভীষণ অন্যরকম।

একাকিত্ব কখনো কখনো আপনাকে ভীষণ কিছু শিক্ষা দিতে আসে। একাকিত্বে নিজেকে পড়ুন। শিখতে পারবেন ভিন্ন কিছু।

আজ এ পর্যন্তই। বইটি আঁধারে ঢাকা ভোরের পরিমার্জিত সংস্করণ। নতুন আঙ্গিকে নবরূপে প্রকাশিত হচ্ছে 'ইজরা পাবলিকেশন্স' থেকে। প্রথম বই হিসেবে এর প্রতি ভালোবাসা আকাশ সমান। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের খেদমতে সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। এই দুআ আর প্রত্যাশা রাখছি।

—হা. মাও. আদিব সালেহ আহমাদ
ঔপন্যাসিক, সম্পাদক ও শিক্ষাবিদ

Adib.saleh30@gmail

সূচি

নেক সুরতে শয়তান..... ১২
হারাম রিলেশন সে তো পাপের মহড়া, ব্যভিচারের শুভ সূচনা ২১
ছেলে মেয়ে বন্ধু নয়, তাদের মাঝে শয়তান রয়..... ২১
কে তুমি হুজুর হুজুরানি ২১
বিয়ে কঠিন বলেই তো বিয়ে বহির্ভূত পাপ সহজ..... ২১
নেক সন্তান কে না চায়..... ২১
পরকীয়া শুধু এক পরিবার নয়, ধ্বংস করে দিতে পারে গোটা একটি সমাজ. ২১
ডিভোর্সে ধ্বংস হয় অনেকগুলো জীবন ২১
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় আমরা সবাই ব্যর্থ..... ২১
দুআ করে হতাশ কেন, পেয়েও যেন ভগ্ন হৃদয়!..... ২১
কিছু কথা অমলিন..... ২১

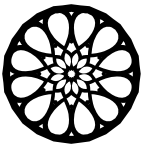

নেক সুরতে শয়তান

একজন মুমিনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু শয়তান। শয়তানের কাজই হলো সৃষ্টি আর স্রষ্টার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা। একজন মুমিনকে গোমরাহ করার জন্য তার রয়েছে নানান রকমের অস্ত্র। যা সে প্রয়োগ করে বিভিন্ন মানুষের ওপর বিভিন্ন উপায়ে।

শয়তানের সব থেকে ভয়ঙ্কর ফাঁদ—নেক সুরত। যখন সে মুমিন বান্দাকে কোনোভাবেই ধোঁকা দিতে সফল না হয়, তখনই সে আশ্রয় নেয় এই ভয়ঙ্কর ফাঁদের। আর তাতে সে সফলও হয় রাতারাতি। শয়তানের অন্যান্য চক্রান্ত ধরার ক্ষমতা মানুষের থাকলেও নেক সুরতের ধোঁকায় মানুষ আক্রান্ত হয় স্বেচ্ছায়।

ধরুন, একটা মেয়ে খুব নামাজি। দ্বীনের পথে হাঁটতে একজন দ্বীনদার ছেলেকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। শয়তান এই দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। শয়তান তার ঈমান-আমলকে নষ্ট করতে তার জীবনে আসে একজন দ্বীনদার ছেলের রূপ নিয়ে।

আবার ধরুন, একটি ছেলে পর্দানশিন নারী পছন্দ করে। বিয়ে করার ইচ্ছা লালন করে মনে। শয়তানও তাকে ধোঁকা দেয় এমন সুরতে, এমন লেবাসে।

ফেসবুক নামক জীবন ধ্বংসকারী বস্তুটার মাধ্যমে বর্তমানে শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা দেওয়ার কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছে। এসব ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, যা আমাদের চোখের সামনে ঘটছে অহরহ।

চলুন শোনা যাক এমনই এক গল্প।

পড়াশোনায় খুব মনোযোগী আহমাদ। স্বপ্ন একটাই, খুব বড়মাপের কিছু হওয়া। নিজেকে দ্বীনের খেদমতে বিলিয়ে দেওয়া। যেই ভাবনা সেই কাজ। পড়ছে একনাগাড়ে। বন্ধুরাও খুশি। এবার হয়তো আহমাদ তার লক্ষ্যে সফল হবে।

হাসির ছলে বন্ধুরা আহমাদকে জিজ্ঞেস করে—

: প্রেম করিস?

: হ্যাঁ, করি তো।

: কার সাথে?

: এই তো টেবিলে সাজানো সারি সারি বইয়ের সাথে!

বন্ধুরা একগাল হেসে বলে, পাগল একটা।

নাহ! আশানুরূপ ফল হলো না। ভেঙে পড়ে আহমাদ। মনটা খুব বিষণ্ণ। কিছুতেই মানতে পারছে না এ পরাজয়! এভাবে কেটে যায় অনেকটা সময়।

একটা সময় আহমাদ আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে পড়ায় মন দিতে শুরু করে নতুনভাবে।

কিছুদিনের জন্য অনলাইনে সরব হয়ে ওঠে আহমাদ। পরিচয় ঘটে এক মেয়ের সাথে, চলে মাঝে মাঝে কথোপকথন, তবে তেমনটা না। আহমাদ চায় না সে কোনো ভুলে পড়ুক, তার জীবনে নতুন কিছু ঘটুক।

মেয়েটা তার পিছু ছাড়েনি। একদিন হতাশার চাদরে ঢাকা আহমাদ বলে, নীল, আমার বন্ধু হবে? আমার হৃদয়ে জমা ব্যথাগুলো ওই নীলাভ আকাশে উড়িয়ে দেবে? জানো তো, এ হৃদয়ে জমা আছে ব্যথার পাহাড়। একটু ব্যথাগুলো মুছে দেবে? বুঝবে কি হৃদয়ের আবদার?

মেয়েটা সাথে সাথে উত্তর করে, হ্যাঁ, হয়তো পরী হয়ে আকাশে দুঃখগুলো উড়াতে পারব না, তবে পাশে থেকে দুঃখগুলো ঘুচে দিতে পারব। পারব হৃদয়ে জমা ব্যথাগুলোর ভাগ নিতে। তবে চেষ্টা করব এনে দিতে তোমার জীবনে সুখের সমীকরণ।

আহমাদ হয়তো বুঝতে পারেনি, ব্যথার ভাগ নিতে চাওয়া মানুষগুলোই একদিন আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যায় ব্যথার এক বিশাল পাহাড়। একটু সুখ দিতে আসা মানুষগুলোই আমাদের ভাসিয়ে দেয় দুঃখের সমুদ্রে।

সে ভুলে যায় একটা ছেলে আর মেয়ে কখনও বন্ধু হতে পারে না।

আহমাদ অনলাইনে ততটা সরব না। অবসরে মাঝে মাঝে আসে। নীলপরী অনেকটা জয় করে নেয় আহমাদকে। আর আহমাদ দুর্বল হবেই-বা না কেন? একটা ছেলে কোনো মেয়ের প্রতি দুর্বল হওয়ার যতগুলো অস্ত্র সবগুলোই যে প্রয়োগ করেছে মেয়েটি আহমাদের ওপর ।

কাজে লাগায় শয়তান। নেক সুরতে ধোঁকায় কেড়ে নেয় তার ঈমান, আমল—সবকিছু।

সে ভুলে গেল রাসুল সা.-এর অমিয় বাণী, তিনি বলেছেন—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ من النِّسَاء

> আমার (ইন্তেকালের) পর আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক ফেতনার শঙ্কা আর কিছুতেই রেখে যাইনি।—*বুখারি* : ৫০৯৬, *মুসলিম* : ২৭৪০

অনেকদিন হলো মেয়েটার কোনো খোঁজ নেই। অনলাইনের সবুজ বাতিও জ্বলে ওঠে না আর। তাকে দেওয়া নম্বরটিও বন্ধ। বলেছিল, বাসায় সবাই জেনে গিয়েছে। হয়তো কিছু দিন আসব না। তবে খুব ভালোবাসি। কখনও তোমায় ভুলব না। হঠাৎ অনলাইন অন করতেই আইডি থেকে মেয়েটার মেসেজ আসতে থাকে, কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা চলে গিয়েছে, আর বলে গিয়েছে, 'আম্মু মেরেছে খুব, বাবাও ছাড় দেয়নি প্রহারে।'

দিলটা কেঁদে ওঠে আহমাদের। ওর প্রিয়তমা ওর জন্য খুব কষ্টে আছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে তো! সেদিন থেকে ফেসবুক হয়ে ওঠে আহমাদের বাড়ি-ঘর। এই বুঝি ওর প্রেয়সীর মেসেজ আসল, কিন্তু না—আসেনি। অনেকদিন পর আইডিটা জেগে ওঠে। আহমাদ মেসেজ দিতে শুরু করে একটার পর একটা, ওপাশ থেকে কেউ একজন বলে, 'ভাই, আমার গার্লফ্রেন্ডের আইডিতে মেসেজ দেবেন না।' অবাক হয়ে ওঠে আহমাদ।

যার জন্য এতটা প্রহর, এতটা রজনী অপেক্ষা। সে অন্য কারও? এ কেমন কথা!

মেনে নিতে পারেনি আহমাদ।

ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করে সে ইতিহাসের অতল গহ্বরে। সে যে মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলেছে প্রচণ্ডভাবে। কীভাবে ভুলবে সে? যাকে বিশ্বাস করেছে সবটা উজার করে। আগলে রেখেছে হৃদয়ের সবটাতে!

এমনটা শুধু আহমাদের বেলায় হয় না। এমনটা হচ্ছে অহরহ আমাদের সমাজে। বিশ্বাস করে প্রতারিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। ভুলটা তো প্রথমেই হয়ে গিয়েছে। একজন অবৈধ মানুষের কাছে বৈধ ভালোবাসা পাওয়া কি সম্ভব? ইসলাম তো বিয়েপূর্ব প্রেম-ভালোবাসা জায়েজ করেনি। তাহলে বিয়ের পূর্ব প্রেম-ভালোবাসা খুঁজে কোন গর্দভ!

বেঁকে বসে বারসিসাহ। এই কাজ তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অবশেষে রাজি হয় অনেক পীড়াপীড়িতে। বোনের থাকার জন্য ঘর নির্মাণ করা হয় একটু দূরে।

দিনগুলো ভালোই কাটছিল। প্রতিদিন আবেদ তার উপাসনালয় থেকে মেয়েটির খাবার পৌঁছে দিত একটু দূর থেকেই। কিন্তু শয়তানের তা ভালো লাগছিল না। হয়ে গেল হাজির—কীভাবে ধ্বংস করা যায় বারসিসাহর অপ্রতিরোধ্য ঈমানকে। সে ফন্দি আঁটতে শুরু করল, কীভাবে করা যায় আবেদ বারসিসাহকে পথভ্রষ্ট।

আচ্ছা, তুমি যে দূর থেকে খাবারটা দিয়ে আসো সেটা কি ঠিক হচ্ছে? মেয়েটা যখন খাবার নিতে আসে তখন কতজনের নজরে পড়ে, এটা কি গুনাহ হচ্ছে না? তার থেকে ভালো, তুমি খাবারটা তার দুয়ারে দিয়ে এসো। তাহলে তো সে আর গুনাহগার হবে না। তার গায়রত নষ্ট হবে না।

আসলেই তো—ঠিক।

তারপর নিয়মিত খাবার দিয়ে আসতে থাকে একদম ঘরের দরজায়। শয়তান দেখল, কাজ তো ভালোই হচ্ছে। দূর থেকে একটু কথা বললে এমন কী মন্দ! মেয়েটার নির্জনতাও কিছুটা কমবে। আর যেহেতু সে তোমার হেফাজতে, তাকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা তোমার দায়িত্বও বটে।

চলতে থাকে দূর থেকে কথোপকথন।

কিন্তু এভাবে কতদিন? মানুষের সমালোচনার পাত্র হওয়া থেকে মঙ্গল ঘরে বসে কথা বলো। সবদিক থেকে সফল হচ্ছিল শয়তান। এমনকি তাদের লিপ্ত করল ব্যভিচারে। মেয়েটি হয়ে গেল সন্তানসম্ভবা।

আহ! শয়তান কতই-না ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে। পরামর্শ দেয়, হত্যা করে ফেলো সন্তানসহ মা-কে। কে জানবে তুমি ছাড়া এতকিছু?

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ.

শয়তান তো কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।—সুরা নাস : ৫

সবকিছু শেষ হয়ে গেল। ভাইয়েরা এসে বোনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে চলে গেল। শয়তান ভাবল, সবই তো শেষ করলাম। দেখি, এবার ঈমানটা কেড়ে নেওয়া যায় কি-না! ভাইদের বুঝিয়ে দেয় বোনকে হত্যার কাহিনি।

শূলে চড়ানো হয় বারসিসাকে। হাজির শয়তান। আল্লাহর ওপর থেকে বিশ্বাস ফিরিয়ে নাও! বাঁচাব তোমায়। আবেদ বারসিসাহও রাজি হয়ে যায়।

শয়তান এভাবেই একজন আবেদকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় ঈমান কেড়ে নিয়ে।

আল্লাহ তায়ালা শয়তানের ওয়াদা প্রসঙ্গে বলেন—

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

শয়তান যে ওয়াদা দেয় তা ছলনা ছাড়া কিছুই নয়।—সুরা নিসা : ১২০

আল্লাহ তায়ালা আরও কত সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে বলেন—

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়া শয়তানকে, নিশ্চয়ই সে রয়েছে সীমাহীন ক্ষতিতে।—সুরা নিসা : ১১৯

আমরা বোকা বলেই শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি, আর প্রতিনিয়ত হচ্ছি তার ছলনার জালে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের সাথেও এমনটা ঘটে অহরহ। শয়তান প্রথমে আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব তৈরি করে দেয়; অথচ একজন ছেলে আর মেয়ে কখনও বন্ধু হতে পারে না। কথা চলতেই থাকে, একপর্যায়ে ভালোবেসে ফেলে উভয়ের কেউ একজন। শুরু হয় গুনাহের এক ভয়ঙ্কর জগতে পথচলা।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে প্রতিনিয়ত কথা বলবে, আর তাদের মাঝে কিছু ঘটবে না, অশ্লীলতা আসবে না; সত্যিই তা অসম্ভব। প্রথম কিন্তু ভালোই থাকে। ধীরে ধীরে শুরু হয় গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়া। বিরহে এমন একটা সময় চলে আসে, হয়তো করি আত্মহত্যা, না হয় বলি, ইশ! যদি মরে যেতাম।

রাসুল সা. বলেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুকামনা না করে।—*বুখারি, মুসলিম* : ৬৯৯৫

আমরা মৃত্যুকামনা করি প্রতিনিয়ত। সাহাবায়ে কেরাম করতেন তার বিপরীত।

আল্লাহর রাসুল সা. বলেন—

সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই

তিনি তো সেই সত্তা, যিনি প্রশান্তি দান করেন মুমিনের অন্তরে।—সুরা ফাতহ : ৪

শয়তান বলে, আমি তোমার একজন বান্দা-বান্দিকেও জান্নাতে যেতে দেবো না। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তাদের ক্ষমা করে দেবো শত পাপ করেও ফিরে আসলে আমার দরবারে।

আল্লাহ কতটা ভালোবাসেন বান্দাকে?

বনি ইসরাইলের এক বৃদ্ধ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করেন সন্তানদের, 'আমার মৃত্যুর পর আমাকে পুড়িয়ে ছাঁইগুলো ভাসিয়ে দেবে সাগরে।' আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমনটা করলে কেন?' লোকটা উত্তর করল, 'তোমার আজাবের ভয়ে।' আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'ঠিক আছে যাও, মাফ করে দিলাম।'— *বুখারি* : ৬২৩১

আমরা না জানি আল্লাহকে ভালোবাসতে, না পারি তাঁকে ভয় করে অঝোরে কাঁদতে, না পারি হৃদয়ের কথামালা তাঁর কদমে নিবেদন করতে।

শয়তান ধোঁকা দিক যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে। আমাদের হেফাজত করতে হবে নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর রহম সঙ্গী করে। যদিও কখনও ভুল হয়ে যায়, পাপ এসে যায় জীবনে, তবে দেরি নয় তওবা করতে হবে রব্বে কাবার দরবারে বিনীতচিত্তে। তবেই তো মিলবে সফলতা, আসবে মুক্তি, পরকালে হওয়া যাবে জান্নাতি।

আমাদের প্রকাশিত '**প্রথমা**' বইটির সারাংশ।

খাদিজা থরথর করে কাঁপেন। চরম সাম্প্রদায়িকতা আর উন্মাতাল হিংসার বিষবাষ্প ছড়িয়ে আছে সমাজের শিরা-উপশিরায়। ঠুনকো অজুহাতে এখানে রক্ত ঝরে। ব্যক্তি ছাপিয়ে সে রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয় কত গোত্র-উপগোত্র ও জনপদ! মানুষের আবরণে পশুত্বের বসবাস এ শহরে। পাশবিকতার এই জয়োৎসবে খাদিজারা চরম নিগৃহীত আর লাঞ্ছিত! খাদিজা মুক্তি খোঁজেন উক্ত নরকবাস থেকে। তাঁর একটা উপলক্ষ্য দরকার এই পাপিষ্ঠ ধরণিকে বিদায় জানানোর । অথবা...

একদিন মুহাম্মদ খাদিজার ঘরের পথ ধরেন। অদৃশ্য একটা টান তাঁকে চরম আকর্ষিত করে। এ টান কোনো ব্যবসা বা চুক্তির নয়; এক মহাশক্তির টান...

অতীতের গল্পগুলোর মুখোশ খাদিজার সামনে খুলে যায় একে একে। দুই স্বামীর অকাল মৃত্যুর রহস্যজট তিনি সমাধান করে ফেলেন নিমিষেই...

এই নরকের পৃথিবীতে খাদিজাদের ভাগ্যে অবশেষে কী ঘটেছিল?

কোন সেই মহাশক্তির টানে মুহাম্মদ মোহগ্রস্ত হয়ে ছুটে চলেছেন খাদিজার ঘরে?

কী ছিল খাদিজার মুখোশে ঢাকা গল্পগুলোর জবানবন্দি?

আলো-অন্ধকার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম-বিরহ আর রহস্য ও ছায়ার পথ ধরে এ এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা!

পঞ্চাশোর্ধ্ব এক নারী পাল তুলেছেন নৌকার। বিক্ষুব্ধ জলরাশি আর উন্মাতাল ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে সেই নৌকা বেয়ে তিনি ভেসেই চলেছেন...

কোথায়?

আসুন! তবে ঘুরে আসি এক চিরসবুজ পৃথিবী থেকে।

আপনাকে স্বাগতম খাদিজার ভুবনে।